ঐতিহ্যবাহী ছাতা মেলা

নিজস্ব সংবাদদাতা

বলরামপুর

ঐতিহ্য মেনে শুরু হল বলরামপুরের ছাতা মেলা। শুক্রবার প্রয়াত সমাজকর্মী সুখেন্দু বিশ্বাসের আবক্ষ মূর্তিতে শ্রদ্ধা জানিয়ে মেলার উদ্বোধন করেন এলাকার বিধায়ক জলধর মাহাতো। প্রথা মেনে বিকেলে ঘোড়ায় চড়ে রাজকীয় সাজে ছাতা ময়দানে পৌঁছন বলরামপুর বেড়মার রাজা হরিহর সিং সর্দার। তাঁর হাতেই মূল ছাতার উত্তোলন হয়। গ্রামবাসীদের উদ্যোগে তোলা হয় নবরত্নের ছাতা। মেলায় ছিল আদিবাসী লোকসংস্কৃতির নানা অনুষ্ঠান, বসেছে রকমারি জিনিসের দোকান। প্রায় দু'দশক পরে ফিরেছে সার্কাসও। ফলে মেলা প্রাঙ্গণে ভালই ভিড় ছিল।

জনশ্রুতি অনুযায়ী, ভাদ্র মাসে বৃষ্টির দেবতা ইন্দ্রদেবকে তুষ্ট করতে গ্রামবাসী এই উৎসব শুরু করেন। আবার লোককথা অনুযায়ী, চুয়াড় বিদ্রোহের সময়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে জয়ী হয়ে কাশীপুর ও পঞ্চকোটের রাজা বিজয় উৎসবে ছাতা উত্তোলন করেন।

এ দিন ছাতা উত্তোলনের পরে রাজা হরিহর সিং সর্দার বলেন, "১৯৭০ সালে সমাজকর্মী সুখেন্দু বিশ্বাসের হাত ধরে এই উৎসবের সূচনা। আগে আমার বাবা ছাতা উত্তোলন করতেন। এখন সেই দায়িত্ব আমি পালন করছি।" তাঁর মতে, গত বছরের তুলনায় এ বার বেশি ভিড় হয়েছে। অন্য দিকে, একই দিনে চাকলতোরেও ছাতা উৎসবের আয়োজন হয়। সেখানে প্রাচীন প্রথা মেনে এক দিনের জন্য রাজা সেজে অমিতলাল সিংহ দেও ছাতা উত্তোলনের মাধ্যমে উৎসবের সূচনা করেন। দুই মেলাতেই ভিড় সামলাতে পুলিশ মোতায়েন ছিল।

করমের মহড়া

পুরুলিয়া: আদিবাসী কুর্মি সমাজের করম পরবের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে রবিবার পুরুলিয়ায় আসার কথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী-সহ অসম ও ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রীর। জেলা জুড়ে তাই সাজো সাজো রব। বিভিন্ন প্রান্তে শুরু হয়েছে করম নাচের দলগুলির মহড়া। শুক্রবার পুরুলিয়া ২ ব্লকের জামবাদ গ্রামে এলাকার হাজারো মহিলা নাচের মহড়ায় যোগ দেন। মহিলাদের সারিবদ্ধ নাচে উৎসবের আবহ তৈরি হয় এলাকায়।

গীতাপাঠ

বাঁকুড়া: পুলিশলাইনে বাঁকুড়া জেলা পুলিশের বিশ্বকর্মা পুজোয় শুক্রবার ময়রাবাঁধ হাঁড়িপাড়ার একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের স্কুলের প্রায় ৫০ জন ছাত্রছাত্রী গীতাপাঠ করল। স্কুলের সহ-সম্পাদক অভিজিৎ মণ্ডল জানান, সীমিত সময়ে গীতার মোট ১৪টি শ্লোক পাঠ করেছে ছাত্রছাত্রীরা।

১

২

৩

৪

৫

৬

৭

(১) গোবিন্দনগর ট্যাক্সি ওনার্স অ্যান্ড ড্রাইভারস্ ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের মণ্ডপ। (২) গোবিন্দনগর বাসস্ট্যান্ডের ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘের মণ্ডপ। (৩) বিষ্ণুপুর শহরে সরকারি পলিটেকনিক কলেজের ওয়ার্কশপে। (৪) আদ্রায় রেলের স্মল ট্র্যাক মেশিন মেইনটেনেন্স ডিপো-তে বিশ্বকর্মা পুজোর মণ্ডপসজ্জা। (৫) মণ্ডপসজ্জায় দুর্গম এলাকায় রেলের পরিকাঠামো উন্নয়নের দৃশ্য ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। আদ্রায় রেলের ক্যারেজ অ্যান্ড ওয়াগন বিভাগে। (৬) পণ্যবাহী ওয়াগনের আদলে বিশ্বকর্মা পুজোর মণ্ডপ। আদ্রায় রেলের ওয়াগন রিপেয়ার ডিপো বিভাগে। (৭) আদ্রায় রেলের ট্র্যাকসন ডিস্ট্রিবিউশন বিভাগে। *নিজস্ব চিত্র*

কড়চা

বিলেত যাত্রার শতবর্ষ উদ্‌যাপন

গ্রাম থেকে প্রথম ব্যক্তির বিদেশ যাত্রার শতবর্ষ পূর্তিতে মাতলেন গ্রামবাসী। সম্প্রতি এমন অভিনব উৎসব হল পাত্রসায়রের বালসী গ্রামে। বালসী হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক বিশ্বজিৎ কোনার জানান, আজ থেকে ১০০ বছর আগে, ১৯২৫ সালে গ্রামের ফকিরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় উচ্চশিক্ষার জন্য তৎকালীন বিশ্বের প্রাণকেন্দ্র লন্ডনে যান এবং দু'বছরের মধ্যে পিএইচডি করে দেশে ফেরেন। গ্রামবাসী সূত্রে জানা গিয়েছে, জন্মের পরই পিতৃহারা ফকিরদাসের বেড়ে ওঠা মা ও দিদিমার ছায়ায়। তাঁদের চেষ্টাতেই সোনামুখীর স্কুলে ভর্তি হন। একে একে এন্ট্রান্স, স্নাতক স্তর পেরিয়ে বর্ধমানের শাকারীতে শিক্ষকতায় যোগ দেন। বাঁকুড়ায় কুচিয়াকোল হাই স্কুলেও পড়িয়েছেন। পরে উচ্চশিক্ষার টান অনুভব করায় চাকরি ছেড়ে কলকাতায় গিয়ে স্নাতকোত্তর পাশ করেন। তার পরে কোচবিহারের কলেজে শিক্ষকতা শুরু। সেখানেই ফকিরদাসের আলাপ হয় বাংলার বাঘ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। তাঁর অনুরোধে কলকাতায় সংস্কৃত কলেজে শিক্ষকতা শুরু করেন ফকিরদাস। তার পরে ব্রিটিশ সরকারের অনুরোধে বাংলার শিক্ষা বিভাগে যোগ দেন। তৎকালীন ডিপিআই ওটেন সাহেবের নজরে পড়ায় উচ্চশিক্ষার জন্য লন্ডন যাত্রার সুযোগ আসে। ১৯৪৯ সালে স্বাধীন ভারতের ডেপুটি ডিরেক্টর অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশন হিসেবে অবসর নেন ফকিরদাস। অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক তথা সাহিত্য গবেষক রামপ্রসাদ বিশ্বাস বলেন, "কাজী নজরুল ইসলাম স্বয়ং ওঁর বিয়ের বরযাত্রী এবং বরকর্তা ছিলেন কবি মোহিতলাল মজুমদার। পাত্রসায়রে শিক্ষার প্রসারে ফকিরদাসের অবদান রয়েছে।" অনুষ্ঠানে ছিলেন ফকিরদাসের ছোট ছেলে তথা শালডিহা কলেজের শিক্ষক বিবেকানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিষ্ণুপুরের প্রাক্তন মহকুমাশাসক অজয় ঘোষ-সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের লেখক, গবেষকরা। গ্রামবাসী মনে করেন, গ্রামের গৌরবময় অতীত জানলে বর্তমান প্রজন্মও উৎসাহিত হবে।

সাহিত্যে সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রাম আন্দোলন

বাম আমলে রাজ্যে সাড়া জাগানো সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রাম আন্দোলন কারও অজানা নয়। সেই সময়ের প্রতিটি ঘটনা, ঘাত-প্রতিঘাত, রাজনৈতিক মোড় ও বাংলা সাহিত্যে তার তাৎপর্য, ভূমিকা নিয়ে গবেষণা করেছেন পুরুলিয়ার মণিপুর স্বামী বিবেকানন্দ হাই স্কুলের শিক্ষক কার্তিককুমার মণ্ডল। সম্প্রতি বই আকারে প্রকাশিত হল তাঁর গবেষণাপত্র—'বাংলা সাহিত্যে কৃষিজমি রক্ষা আন্দোলন: সিঙ্গুর থেকে নন্দীগ্রাম'। পুরুলিয়া এমএম হাই স্কুলের বিদ্যাসাগর কক্ষে বইটির মোড়ক উন্মোচনের অনুষ্ঠান হয়। ছিলেন জেলার লোকগবেষক সুভাষ রায়, শিক্ষক স্বপনকুমার মণ্ডল, কবি ও গল্পকার দেবাশিস সরখেল, পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের পরীক্ষক ও কবি দেবাশিস মণ্ডল, মণিপুর স্বামী বিবেকানন্দ হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক সমরকিশোর মাহাতো, এমএম স্কুলের প্রধান শিক্ষক স্বপনকুমার সাউ, গড়বেতা কলেজের শিক্ষক রবীন্দ্রনাথ মুদি, নিউ আলিপুর কলেজের শিক্ষক বৈদ্যনাথ বাস্কে প্রমুখ।

অ্যাকাডেমির প্রতিযোগিতা

বিষ্ণুপুর কালচারাল অ্যাকাডেমির উদ্যোগে সম্প্রতি শাস্ত্রীয় সঙ্গীত ও নৃত্যের প্রতিযোগিতা হল বিষ্ণুপুর কেএম হাই স্কুলে। যোগ দেয় মহকুমার শতাধিক ছাত্রছাত্রী। বাঁকুড়ার পাশাপাশি পশ্চিম মেদিনীপুরের শিল্পীরা বিচারকের পদে ছিলেন। অ্যাকাডেমির কর্তৃপক্ষ জানান, নতুন প্রতিভা খুঁজতেই এই প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতায় স্থানাধিকারীদের পুরস্কৃত করা হবে অ্যাকাডেমির বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে।

আবৃত্তি অনুষ্ঠান

বার্ষিক অনুষ্ঠান করল আদ্রার 'আবৃত্তি পরিষদ'। সংস্থার ৪৬তম বর্ষ উপলক্ষে আদ্রার দক্ষিণ-পূর্ব মিক্সড হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের প্রেক্ষাগৃহে হয় অনুষ্ঠানের আয়োজন। সংস্থার ছোটবড় শিক্ষার্থীরা সমবেত আবৃত্তি পরিবেশন করেন। বিশেষ আকর্ষণ ছিল 'বন্দে মাতরম'-এর দেড়শো বছর পূর্তি ও 'যুদ্ধবিরোধী রবীন্দ্রনাথ' কেন্দ্রিক উপস্থাপনা। বিশেষ অতিথি ছিলেন কলকাতার বাচিক শিল্পী মলয় পোদ্দার। বেশ কয়েকটি কবিতা আবৃত্তি করে শোনান তিনি।

নৃত্য কর্মশালা

তিন দিনের ভরতনাট্যম কর্মশালা হয়ে গেল বিষ্ণুপুরে। উদ্যোক্তা এলাকার নৃত্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র— 'নৃত্যপ্রিয়া নৃত্যালয়'। মোট ৪৫ জন শিক্ষার্থী যোগ দেয়। তাদের তালিম দেন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিথি শিক্ষক রামকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়।

প্রতারণার ভয়ে দোকানে বন্ধ অনলাইন লেনদেন

নিজস্ব সংবাদদাতা

বান্দোয়ান

সাইবার প্রতারণা চক্রের সঙ্গে জড়িত অভিযোগে গ্রেফতার হয়েছেন এলাকার তিন জন। তার পর থেকে অনলাইন অর্থাৎ ইউপিআই-তে লেনদেন বন্ধ করেছেন বান্দোয়ানের দোকানদারদের একাংশ। বিভিন্ন দোকানে থাকা কিউআর কোড সাদা কাগজ দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছে। 'অনলাইন পেমেন্ট' বন্ধের বোর্ড টাঙানো হয়েছে। তবে আচমকা দোকানপাটে অনলাইন লেনদেন বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সমস্যায় পড়েছেন ক্রেতারা।

সম্প্রতি, ১৮ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা সাইবার প্রতারণার অভিযোগে বান্দোয়ানের শ্যামলবরণ সহিসকে গ্রেফতার করে পুরুলিয়া সাইবার ক্রাইম থানার পুলিশ। তার পরে প্রায় ১৮ লক্ষ টাকা প্রতারণার অভিযোগে ওড়িশার ভুবনেশ্বর সাইবার ক্রাইম থানার পুলিশ বান্দোয়ানের স্বাস্থ্যকর্মী বিমল কালিন্দী ও স্কুল শিক্ষক পার্থ হালদারকে গ্রেফতার করে। এই তিন জন ছাড়াও বান্দোয়ানের বহু যুবক সাইবার প্রতারণা চক্রের সঙ্গে যুক্ত এবং তাঁরা বর্তমানে পলাতক বলে দাবি পুলিশের। ঘটনায় শঙ্কিত এলাকার ব্যবসায়ীরা। তাঁদের আশঙ্কা, এলাকাতেও এই চক্রের জাল ছড়িয়ে থাকতে পারে। প্রতারকেরা তাঁদের কিউআর কোড ব্যবহার করতে পারে। তাই সতর্কতামূলক পদক্ষেপ হিসেবে তাঁরা অনলাইন লেনদেন বন্ধ করেছেন। এক দোকানদার বলেন, "কোথা থেকে টাকা আসছে বুঝতে পারব না। যদি কোনও প্রতারিত ব্যক্তির টাকা আমার অ্যাকাউন্টে ঢোকে, তাহলে আমিও ফেঁসে যাব। ঝুঁকি নিতে চাইছি না।" মিষ্টি ব্যবসায়ী জিতু মহন্তের কথায়, "আপাতত অনলাইনে টাকা নেওয়া বন্ধ রেখেছি।" কাপড় ব্যবসায়ী গোবিন্দ শর্মা বলেন, "অপরিচিত লোকের কাছে থেকে অনলাইনে টাকা নেওয়া বন্ধ করে দিয়েছি। খুব চেনা-পরিচিত লোকের কাছ থেকে নিচ্ছি তবু। প্রতারণা চক্রে জড়িয়ে পুজোর মরসুমে অ্যাকাউন্ট ব্লক হয়ে গেলে ব্যবসায় সমস্যা হবে। ভয় লাগে।"

এ দিকে, এখন ছোটখাটো দোকানেও অনলাইন পেমেন্টের সুবিধা থাকায় নগদে লেনদেন প্রায় বন্ধ করেছেন ক্রেতারা। স্কুল-কলেজের পড়ুয়া থেকে প্রবীণদের একাংশও এই পরিষেবার উপভোক্তা। তাঁরা পড়েছেন বিপদে। এক ক্রেতা বলেন, "পকেটে টাকা ছিল না। ভেবেছিলাম ফোন থেকে পেমেন্ট করে দেব। কিন্তু দোকানদার সাফ জানিয়ে দিলেন অনলাইনে টাকা নেবেন না। সমস্যায় পড়তে হল।" পুলিশ জানিয়েছে, সাইবার প্রতারণা নিয়ে মানুষকে সতর্ক করতে ধারাবাহিক ভাবে সচেতনতা প্রচার চালানো হচ্ছে।

জঞ্জালের আড়ালে নিষিদ্ধ বাজি মজুত

নিজস্ব সংবাদদাতা

সোনামুখী

সকলের নজর এড়িয়ে আঁস্তাকুড়ে জমা করা হয়েছিল বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ বাজি। তবে সরবরাহের আগেই তা বাজেয়াপ্ত করল সোনামুখী থানার পুলিশ। সঙ্গে গ্রেফতার করা হয়েছে আদিত্য ঘোষ নামে স্থানীয় পূর্ব নবাসনের কুণ্ডপুষ্করিণীর এক বাসিন্দাকে। শুক্রবার তাঁকে আদালতে তোলা হয়।

পুজোর মরসুম পড়তেই লুকিয়ে চুরিয়ে নিষিদ্ধ বাজি মজুত, বিক্রি শুরু হয় প্রতি বছর। এর বিরুদ্ধে চলে বিশেষ অভিযান। এ বারও ব্যতিক্রম নয়। পুলিশ জানায়, গোপন সূত্রে খবর আসে, সোনামুখীর আদববাজার এলাকায় জঞ্জালের আড়ালে নিষিদ্ধ বাজি মজুত করছেন দুই ব্যক্তি। বাজি সরবরাহের ঠিক আগে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় সেখানে অভিযান চালানো হয়। পুলিশ দেখে এক জন পালিয়ে গেলেও পাকড়াও করা হয় আদিত্যকে। উদ্ধার হয়েছে ২১০০ নিষিদ্ধ শব্দ বাজি ও ৩২০ প্যাকেট আতসবাজি। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ। এই বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ বাজি কোথা থেকে আনা হয়েছিল ও কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল ও পলাতকের খোঁজ চালাচ্ছে পুলিশ।

আনন্দবাজার পত্রিকা
ইত্যাদি
নাম পরিবর্তন
I, Krishnapada Kisku, s/o Late Babulal Kisku,vill-Kendghutu(Chhatni) ajodhya, Baghmundi, Purulia, W. B do hereby solemnly affirm & declare that, my father's actual name is Babulal Kisku. That, Babulal Kisku, Kisku Babulal, s/o Jugal and Babulal Majhi, s/o Late Jugal Majhi was same & one identical person vide affidavit sworn before executive magistrate, Jhalda, dt. 15.9.2026
AG302AGG302 00238616

পঞ্জাব নেশনল বৈংক ...भरोसे का प्रतीक ! punjab national bank ...the name you can BANK upon!

অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ (এআরএমবি): পুরুলিয়া
এআরএমবি পুরুলিয়া, রাজা বাঁধ পাড়া, শশধর গাঙ্গুলী রোড,
পুরুলিয়া (পশ্চিমবঙ্গ) – ৭২৩১০১, ই-মেল: CS8301@PNB.BANK.IN

ই-অকশন সেল নোটিস

এসআই (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৯(১)-এর বিধানাবলির সহিত পঠিত রুল ৮(৬)-এর বিধানাবলি এবং সারফেইসি অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে স্থাবর পরিসম্পৎ বিক্রয়ের জন্য ই অকশন সেল নোটিস

সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করিয়া ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং গ্যারেন্টর(গণ)-কে এতদ্দ্বারা নোটিস দেওয়া হইতেছে যে, অত্র নিম্নে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি জামিনযুক্ত পাওনাদার-এর নিকট রেহানাবদ্ধ/চার্জযুক্ত রহিয়াছে, যাহার কনস্ট্রাক্টিভ/বাস্তবিক/প্রতীকী দখল ব্যাঙ্কের অনুমোদিত অফিসার/জামিনযুক্ত পাওনাদার কর্তৃক লওয়া হইয়াছে এবং উহা নিম্নে বর্ণিতমতো সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ ও গ্যারেন্টরগণ-এর নিকট হইতে ব্যাঙ্ক/জামিনযুক্ত পাওনাদারের নিকট বকেয়া উশুলের নিমিত্ত অত্র নিম্নোক্ত সারণি-তে উল্লেখিত তারিখে **"যেখানে যে অবস্থায় আছে", "যেখানে যাহা কিছু আছে"** এবং **"যেখানে যেরূপ প্রকার আছে"** ভিত্তিতে বিক্রয় করা হইবে। সংশ্লিষ্ট সম্পত্তিসমূহের জন্য সংরক্ষিত মূল্য ও বায়না জমার পরিমাণ নীচের সারণিতে উল্লেখ করা হইল।

ই-অকশনের তারিখ/সময়: ০৬.১০.২০২৬, বেলা ১১.০০টা হইতে বিকাল ০৪.০০টা পর্যন্ত এবং ইএমডি দাখিলের শেষ তারিখ: ০৬.১০.২০২৬, বেলা ৩.০০টা পর্যন্ত।
এআরএমবি, পুরুলিয়া, শ্রী মুকেশ কুমার, চিফ ম্যানেজার (অনুমোদিত অফিসার), মোবাইল নং ৮৭৮৯২৩৬৭৭১।
ই-অকশন কালেকশন এ/সি-এর বিবরণ: অ্যাকাউন্টের নাম – আরটিজিএস–ইন্টারব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট, এ/সি 830100317118A, (আইএফএসসি – PUNB0830100)

জামিনযুক্ত পরিসম্পদের তফশিল

লট নং	ব্রাঞ্চের নাম / অ্যাকাউন্টের নাম / ঋণগ্রহীতা/গ্যারেন্টর-এর অ্যাকাউন্টের নাম ও ঠিকানা	রেহানাবদ্ধ স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ/মালিকের নাম [সম্পত্তিসমূহের বন্ধকদাতাগণ]	(ক) সারফেইসি অ্যাক্ট ২০০২-এর ১৩(২) ধারা অধীনে ডিমান্ড নোটিসের তারিখ (খ) বকেয়া অর্থের পরিমাণ, ... তারিখমতো (গ) সারফেইসি অ্যাক্ট ২০০২-এর ১৩(৪) ধারা অধীনে দখলের তারিখ (ঘ) দখলের ধরন প্রতীকী/বাস্তবিক	(ক) সংরক্ষিত মূল্য (লক্ষ টাকায়) (খ) বায়না জমা (গ) ডাক বৃদ্ধির পরিমাণ
১.	বাঘমুন্ডি (০৭০৫২০) কৌস্তুভ নিয়োগী ঋণগ্রহীতা ও বন্ধকদাতা: শ্রী কৌস্তুভ নিয়োগী পিতা শ্রী মোহন লাল নিয়োগী ঠিকানা: গ্রাম + পোঃঅঃ বাঘমুন্ডি, থানা বাঘমুন্ডি, জেলা- পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ-৭২৩১৫২	"নিম্নোক্তের সমগ্র অবিচ্ছেদ্য অংশ, ১৮.০০ ডেসিমেল বাস্তু জমি এবং তদুপরি স্থিত বিল্ডিং, জে.এল. নং ৮৯, আর.এস/এল.আর প্লট নং ২২১৯, আর.এস./এল.আর খতিয়ান নং ৬৫০ (মিউটেশনের পর এল.আর খতিয়ান নং ১৮০৫), মৌজা- চারিদা, তুনতুরি-সুইসা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, থানা- বাঘমুন্ডি, জেলা- পুরুলিয়া (পশ্চিমবঙ্গ)। সম্পত্তিটি শ্রী কৌস্তুভ নিয়োগী, পিতা শ্রী মোহন লাল নিয়োগীর নামে, শ্রী কৌস্তুভ নিয়োগীর অ্যাকাউন্টে, দলিল নং- I-১৭০৯/২০১৪, তারিখ ১৮.০২.২০১৪, বুক নং-১, সি.ডি ভলিউম নং ০৩, পৃষ্ঠা ১৮৬৭ থেকে ১৮৮৩, ডি.এস.আর পুরুলিয়ায় রেজিস্ট্রিকৃত।" **চৌহদ্দি: উত্তরে:** ১৮ ফুট চওড়া রাস্তা, **দক্ষিণে:** কানাল আইল, **পূর্বে:** রাজেশ হাজরার জমি, **পশ্চিমে:** ধীরেন করের জমি। ***দখল কনস্ট্রাক্টিভ***	(ক) ১০.০৩.২০২৫ (খ) টাঃ ৪৭,৯৩,৮১১.৮৩ (২৮.০২.২০২৫ তারিখমতো) তৎসহ ঠিকাচুক্তি হারে আরও সুদ, উশুল বাদে (যদি থাকে), ২৮.০২.২০২৫ তারিখ হইতে, তদুপরি অন্যান্য চার্জ (গ) ১৭.১০.২০২৫ (ঘ) প্রতীকী দখল	(ক) টাঃ ৪৬.১৬ লক্ষ (খ) টাঃ ৪.৬১ লক্ষ (গ) টাঃ ০.১০ লক্ষ
২.	কোতুলপুর ব্রাঞ্চ (০৫৫৪২০) শ্রী অসীম ঘোষ ঋণগ্রহীতা ও বন্ধকদাতা: শ্রী অসীম ঘোষ, পিতা শ্রী বিশ্বনাথ ঘোষ গ্যারেন্টর ও বন্ধকদাতা: শ্রীমতী সোনালী ঘোষ, স্বামী শ্রী অসীম ঘোষ সকলের ঠিকানা: গ্রাম: - গোপীনাথপুর, পোঃঅঃ ও থানা- কোতুলপুর, জেলা- বাঁকুড়া – ৭২২১৬১ (পশ্চিমবঙ্গ)	"নিম্নোক্তের সমগ্র অবিচ্ছেদ্য অংশ, জমি ও বিল্ডিং সমন্বিত, ২০১৬-এর রেজিস্টার্ড দলিল নং- ৫৮৯, জে.এল. নং-১৩৯, আরএস খতিয়ান নং- ১০৩৮, দাগ নং ১৩৪১, এলআর খতিয়ান নং- ৮৮৫ বর্তমানে এলআর খতিয়ান নং- ৩১৩২, আয়তন ০.০৬০ একর, তৌজি নং- ১৯, অবস্থান: মৌজা- গোপীনাথপুর, পোঃঅঃ- কোতুলপুর, গ্রাম পঞ্চায়েত- কোতুলপুর, থানা- কোতুলপুর, জেলা- বাঁকুড়া, শ্রী অসীম ঘোষ, পিতা শ্রী বিশ্বনাথ ঘোষের নামে, শ্রী অসীম ঘোষ এবং শ্রীমতী সোনালী ঘোষের অ্যাকাউন্টে।" **চৌহদ্দি: উত্তরে-** সমীর সাঁতরা ও অন্যান্যদের জমি, **দক্ষিণে-** লালবাজার মোড় থেকে চাতরা মোড়/কোতুলপুর পঞ্চায়েত রাস্তা তারপর খাল, **পূর্বে-** পরিবালা চন্দ্র ও অন্যান্যদের খালি জমি, **পশ্চিমে-** তারকনাথ ঘোষ ও অন্যান্যদের জমি ও বিল্ডিং। ***দখল কনস্ট্রাক্টিভ***	(ক) ৩০.০৯.২০২২ (খ) টাঃ ২৪,৬৯,৯৮৫.৯৪ (০৪.০৩.২০২২ তারিখমতো) তৎসহ ঠিকাচুক্তি হারে আরও সুদ, উশুল বাদে (যদি থাকে), ০৪.০৩.২০২২ তারিখ হইতে, তদুপরি অন্যান্য চার্জ (গ) ১১.০১.২০২৩ (ঘ) প্রতীকী দখল	(ক) টাঃ ৪২.২০ লক্ষ (খ) টাঃ ৪.২২ লক্ষ (গ) টাঃ ০.১০ লক্ষ
৩.	কোতুলপুর ব্রাঞ্চ (০৫৫৪২০) মেঃ সৈকত ইসলাম স্বত্বাধিকারী ও ঋণগ্রহীতা: শ্রী সৈকত ইসলাম, পিতা সইদুল ইসলাম গ্রাম-কৃষ্ণনগর, পোঃঅঃ-সিহাড়, থানা – কোতুলপুর, জেলা-বাঁকুড়া পশ্চিমবঙ্গ-৭২২১৬১ (গ্যারেন্টর/বন্ধকদাতা) ১। এস কে নুরুল ইসলাম, পিতা আহিয়া মহম্মদ ২। সইফুল ইসলাম, পিতা আহিয়া মহম্মদ ৩। মবিদুল ইসলাম, পিতা আহিয়া মহম্মদ ৪। সইদুল ইসলাম, পিতা আহিয়া মহম্মদ ৫। হালিমা বেগম, স্বামী সইদুল ইসলাম ৬। সৈকত ইসলাম, পিতা সইদুল ইসলাম ১ থেকে ৬-এর ঠিকানা : গ্রাম-লক্ষাজোল, পোঃঅঃ –সিহাড়, থানা-কোতুলপুর, জেলা-বাঁকুড়া পশ্চিমবঙ্গ-৭২২১৬১ (গ্যারেন্টর/বন্ধকদাতা) সইফুল ইসলাম, পিতা আহিয়া মহম্মদ বিএ-৩৯, রাজডাঙা ১০৮, শান্তি পল্লী শরৎ পার্ক, ইকেটি সার্কাস অ্যাভিনিউ পোঃঅঃ- ইকেটি-কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০১০৭	"নিম্নোক্তের সমগ্র অবিচ্ছেদ্য অংশ, আবাসিক জমি ও বিল্ডিং, অবস্থান গ্রাম ও মৌজা- লক্ষাজোল (পোঃঅঃ- সিহাড়), আয়তন ৭.০০ ডেসিমেল, জে.এল নং ১৩১, খতিয়ান নং ৬২০, প্লট/দাগ নং এলআর ৭৬৪, থানা কোতুলপুর, জেলা- বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ - ৭২২১৬১, সইদুল ইসলাম, পিতা আহিয়া মহম্মদের নামে, ১৯৯৭ সালের সেল ডিড নং ৯৭ (২৭.০১.১৯৯৭) সমন্বিত, সাব রেজিস্ট্রার কোতুলপুরে ৪১ থেকে ৪৪ পৃষ্ঠায় রেজিস্ট্রিকৃত।" **চৌহদ্দি: উত্তরে:** সইদুল ইসলাম এবং শাহরুখ মহল ও অন্যান্যদের খালি জমি, **দক্ষিণে:** নুরুল ইসলাম ও অন্যান্যদের খালি জমি, **পূর্বে:** জয়রামবাটি-বদনগঞ্জ পিডব্লুডি রাস্তা তারপর বড় পুকুর, **পশ্চিমে:** সামসুল হোদা ও অন্যান্যদের খালি জমি। ***দখল কনস্ট্রাক্টিভ***	(ক) ০১.১২.২০২৩ (খ) টাঃ ৮৭,৯২,৭৭২.১১ (১৮.১১.২০২৩ তারিখমতো) তৎসহ ঠিকাচুক্তি হারে আরও সুদ, উশুল বাদে (যদি থাকে), ৩১.১০.২০২৩ তারিখ হইতে, তদুপরি অন্যান্য চার্জ (গ) ১৫.০২.২০২৪ (ঘ) প্রতীকী দখল	(ক) টাঃ ৪৬.৬৭ লক্ষ (খ) টাঃ ৪.৬৭ লক্ষ (গ) টাঃ ০.১০ লক্ষ
৪.	কদমাঘাটি বিকনা (১০২১২০) মেঃ আস্থা স্বত্বাধিকারী ও বন্ধকদাতা: সুব্রত কুমার পাত্র, পিতা ভুজঙ্গ ভূষণ পাত্র, গ্যারেন্টর: ভুজঙ্গ ভূষণ পাত্র, সকলের ঠিকানা: গ্রাম পোড়াশীডাঙ্গা, পোঃঅঃ তিরিঙ্গী, থানা ও জেলা বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ – ৭২২১০২	"নিম্নোক্তের সমগ্র অবিচ্ছেদ্য অংশ, জমি ও বিল্ডিং সমন্বিত, ২০১৭-এর রেজিস্টার্ড দলিল নং I-৩০১১, জে.এল. নং – ২৮৮, প্লট নং – ৫০৩, ৫১১, খতিয়ান নং – ৫২, আয়তন – ০.০৪০ একর, অবস্থান: মৌজা – খয়েরবনি, পোঃঅঃ – তিরিঙ্গী, থানা – খাতরা, জেলা – বাঁকুড়া, শ্রী সুব্রত কুমার পাত্র, পিতা শ্রী ভুজঙ্গ ভূষণ পাত্রের নামে, মেঃ আস্থা, স্বত্বাধিকারী - শ্রী সুব্রত কুমার পাত্রের অ্যাকাউন্টে।" **চৌহদ্দি: উত্তরে** – প্রভাত পাত্রের একতলা বিল্ডিং, **দক্ষিণে** – জ্ঞান রঞ্জন পাত্রের দোতলা বিল্ডিং, **পূর্বে** – ১২ ফুট চওড়া রাস্তা, **পশ্চিমে** – মালিকের খালি জমি। ***দখল কনস্ট্রাক্টিভ***	(ক) ২৩.০৪.২০২৪ (খ) টাঃ ২৪,৪৭,৪৩৬.৫২/- (৩১.০৩.২০২৪ তারিখমতো) তৎসহ ঠিকাচুক্তি হারে আরও সুদ, উশুল বাদে (যদি থাকে), ০১.০৪.২০২৪ তারিখ হইতে, তদুপরি অন্যান্য চার্জ (গ) ০৭.০৮.২০২৪ (ঘ) প্রতীকী দখল	(ক) টাঃ ৩৬.৭৫ লক্ষ (খ) টাঃ ৩.৬৭ লক্ষ (গ) টাঃ ০.১০ লক্ষ
৫.	বাঁকুড়া (০১৯৩২০) মেঃ রাম কৃষ্ণ হার্ডওয়্যার স্টোর মেঃ রাম কৃষ্ণ হার্ডওয়্যার স্টোর স্বত্বাধিকারী ও বন্ধকদাতা: বৈদ্যনাথ ব্যানার্জী, পিতা প্রয়াত রামগতি ব্যানার্জী গ্যারেন্টর ও বন্ধকদাতা: বিশ্বনাথ ব্যানার্জী, পিতা প্রয়াত রামগতি ব্যানার্জী ১। সকলের ঠিকানা: কেঠারডাঙ্গা, জেলা - বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ - ৭২২১০১	নিম্নোক্তের সমগ্র অবিচ্ছেদ্য অংশ, জমি ও বিল্ডিং সমন্বিত, ১৯৮৪-এর দলিল নং ৭৭১, প্লট নং – ৯২ (আয়তন – 0.04 একর) এবং প্লট নং – ৯৩ (আয়তন ০.০১ একর), খতিয়ান নং – ১৫১০, ১৫১১, মোট আয়তন ০.০৫ একর (০.০২ একর বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে এবং ০.০৩ একর বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে), অবস্থান: মৌজা – মুরার, জে.এল. নং ২০৪ বাঁকুড়া, ডিএসআর বাঁকুড়া, মেঃ রাম কৃষ্ণ হার্ডওয়্যার-এর অ্যাকাউন্টে। **চৌহদ্দি: উত্তরে** – শঙ্কর লাল ব্যানার্জীর জমি, **দক্ষিণে** – ৮ ফুট চওড়া কমন প্যাসেজ, **পূর্বে** – নব গোরীর জমি, **পশ্চিমে** – অন্যের বাড়ি। ***দখল কনস্ট্রাক্টিভ***	(ক) ১৬.০৮.২০২৩ (খ) টাঃ ৩২,০৩,১৫৯.৭৫ (১৬.০৮.২০২৩ তারিখমতো) তৎসহ ঠিকাচুক্তি হারে আরও সুদ, উশুল বাদে (যদি থাকে), ০১.০৮.২০২৩ তারিখ হইতে, তদুপরি অন্যান্য চার্জ (গ) ২২.১১.২০২৩ (ঘ) প্রতীকী দখল	(ক) টাঃ ২১.৭৩ লক্ষ (খ) টাঃ ২.১৭ লক্ষ (গ) টাঃ ০.১০ লক্ষ
৬.	বাঁকুড়া (০১৯৩২০) মেঃ নিউ জয়গুরু কৃষি ভাণ্ডার স্বত্বাধিকারী ও বন্ধকদাতা: কল্যাণ কুমার ঘড়, পিতা শ্রী অঞ্জন কুমার গ্যারেন্টর: শ্রী বাচ্চু ঘড়, পিতা অঞ্জন কুমার ঘড় সকলের ঠিকানা: সোনামুখী, বৃদ্ধ শীবতলা, পোঃঅঃ সোনামুখী, জেলা - বাঁকুড়া, পিন: ৭২২২০৭ (পশ্চিমবঙ্গ)	নিম্নোক্তের সমগ্র অবিচ্ছেদ্য অংশ, জমি ও বিল্ডিং সমন্বিত, ২০০৭-এর রেজিস্টার্ড দলিল নং ৮৮৯, মৌজা: সোনামুখী, জে.এল. নং ৮৫, সিএস/এলআর প্লট নং ৫০, এলআর খতিয়ান নং ৬৪৮১, সোনামুখী মিউনিসিপ্যালিটি ওয়ার্ড নং ০৫-এর এক্তিয়ারভুক্ত, আয়তন: ১৭২৩.৬২ বর্গফুট বা ২.৩৯৩ কাঠা, পোঃঅঃ সোনামুখী, পিন কোড: ৭২২২০৭, থানা: সোনামুখী, জেলা - বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ, শ্রী কল্যাণ কুমার ঘড়, পিতা শ্রী অঞ্জন কুমার ঘড়ের নামে। **চৌহদ্দি: উত্তরে** – মালিকের জমি, **দক্ষিণে** – বাচ্চু ঘড়ের বাড়ি, **পূর্বে** – পুকুর, **পশ্চিমে** – পানাগড় রোড। ***দখল কনস্ট্রাক্টিভ***	(ক) ১০.০৭.২০১৫ (খ) টাঃ ৪০,৮৫,৩১৯.০১ (৩০.০৬.২০১৫ তারিখমতো) তৎসহ ঠিকাচুক্তি হারে আরও সুদ, উশুল বাদে (যদি থাকে), ৩০.০৬.২০১৫ তারিখ হইতে, তদুপরি অন্যান্য চার্জ (গ) ২২.০৩.২০১৬ (ঘ) প্রতীকী দখল	(ক) টাঃ ১৮.২৮ লক্ষ (খ) টাঃ ১.৮৩ লক্ষ (গ) টাঃ ০.১০ লক্ষ

শর্তাবলি
বিক্রয় সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-তে নির্ধারিত শর্তাবলি এবং নিম্নোক্ত আরও শর্ত সাপেক্ষ হইবে:
১। সম্পত্তিসমূহ **"যেখানে যে অবস্থায় আছে ভিত্তিতে"** এবং **"যেখানে যাহা কিছু আছে ভিত্তিতে"** ও **"যেখানে যেরূপ প্রকার আছে ভিত্তিতে"** বিক্রয় করা হইবে।
২। উপরোক্ত তফশিলে নির্ধারিত জামিনযুক্ত পরিসম্পদের বিবরণ অনুমোদিত অফিসারের সর্বোত্তম তথ্যমতো বিবৃত করা হইয়াছে তবে অনুমোদিত অফিসার এই ঘোষণায় কোনও প্রমাদ, ভুল বিবৃতি বা বাদ পড়িবার জন্য জবাবদিহি করিবেন না।
৩। নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক বিক্রয় উপরোক্ত তারিখ ও সময়ে ওয়েবসাইট **https://baanknet.com**-তে ব্যবস্থিত ই-অকশন প্ল্যাটফর্ম মারফত করা হইবে।
৪। বিক্রয়ের বিশদ শর্তাবলির জন্য দেখুন **https://baanknet.com** এবং **www.pnb.bank.in**
৫। জামিনযুক্ত পাওনাদারের নিকট জ্ঞাত দায়ের বিবরণ: **জ্ঞাত নহে।**

তারিখ: ১৮.০৯.২০২৬
স্থান: পুরুলিয়া

অনুমোদিত অফিসার
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক, জামিনযুক্ত পাওনাদার

সারফেইসি অ্যাক্ট, ২০০২-এর রুল ৮(৬) অধীনে সংবিধিবদ্ধ সেল নোটিস